স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি এমএএস ইমন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার কার্যনির্বাহী পরিষদের ২০২২-২০২৪ নির্বাচনে ১৪টি পদের বিপরীতে প্রত্যেক পদে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটিতে এমএএস ইমন সভাপতি এবং মো: সাব্বির আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম, আবু নাছের ইকবাল চৌধুরী, সুমি আলম, যুগ্ম সম্পাদক জামাল উদ্দিন খান টিপু, কোষাধাক্ষ শহীদুল ইসলাম, কার্যকরী সদস্য পর্শিয়া সুলতানা, হাফেজ মাওলানাসাগর আহমেদ শাহীন, মোহাম্মদ হানিফ, লিটু মুন্সি, মোহাম্মদ সোহেল আলী, নুরুন নবী, আব্দুল হাকিম নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি এমএএস ইমন আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান, রাজধানী টিভির চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
গত ৩ অক্টোবর সোমবার চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর ১৪ পদের বিপরীতে কোনো প্রার্থী না থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী বজলুর রশীদ ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আশরাফ আলী শেখ প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করেন।
এর আগে চলতি বছরের ৬ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনার তফসিল ঘোষণা করেন। আগামী ১০ই অক্টোবর ২০২২ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন ধার্য ছিলো।
উচ্চ আদালতের রিট পিটিশনং ১৯৪০/২০১৩, আপিল বিভাগের সিপি ১৩৩/২০১৭, সিআরপি ৩২/২০১৯ এর আদেশ মোতাবেক এতিমখানার প্রশাসক ও সমাজসেবা অধিদফতর এর পরিচালক উপসচিব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী নির্বাচন অনুষ্ঠানে এতিমখানার গঠনতন্ত্র মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য গত ২০০৪ সনে সলিমুল্লাহ এতিমখানার ২ বিঘা জমি তৎকালীন কমিটি এতিমদের স্বার্থ খর্ব করে ডেভলপার কোম্পানিকে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এতিমখানার চারজন ছাত্র বাদী হয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করলে উচ্চ আদালত ১৮ তলা ভবনসহ জমি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে অতিদ্রুত

এতিমখানার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

এর আগে গত ৯ জুন ২০২২ রাজধানীর আজিমপুরে স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার জায়গায় আবাসন প্রতিষ্ঠান কনকর্ডের তৈরি ১৮ তলা বিল্ডিং এতিমখানার পক্ষে বাজেয়াপ্তের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ কনকর্ডের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেন।
আদালতে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। এতিমখানার আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ ওয়াই মসিউজ্জামান এবং ব্যারিস্টার আকতার ইমাম। কনকর্ডের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ।
পরে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, রিভিউ খারিজের ফলে আগের রায় বহাল রয়েছে। ১৯০৯ সালে ঢাকার নবাব ‘সলিমুল্লাহ এতিমখানা’ স্থাপন করে এবং পরবর্তী সরকারের নিকট হতে আজিমপুর সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময় জমি লিজ নিয়ে পরিচালনা করে আসছে। গত ২০০৩ সালের ২২ জুলাই এতিমখানার সভাপতি শামসুন্নাহার ও সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট জি এ খান আহসান উল্লাহ এতিমখানার ২ বিঘা জমি ডেভলাপার কোম্পানি কনকর্ডের কাছে হস্তান্তর করেন। এতিমখানার সম্পত্তি অবৈধ হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ পায়। পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর তা সংযুক্ত করে চারজন ছাত্রের পক্ষে রিট পিটিশন দায়ের করেন মনজিল মোরসেদ। পরবর্তীতে ওই রিট পিটিশনে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) পক্ষভুক্ত হয়।
রিট আবেদনে বলা হয়, এতিমখানার সম্পত্তি সরকারে নিকট থেকে লিজ নেওয়া এবং লিজ চুক্তিতে এতিম খানার সম্প্রসারণের জন্য বিনামূল্যে দেয়া হয় এবং শর্ত ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো কাজে জমি ব্যবহার করা যাবে না। তা স্বত্বেও এতিমখানার সভাপতি ও সেক্রেটারি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে আর্থিক লাভবান হয়ে এতিমখানার সম্পত্তি কনকর্ড গ্রুপের নিকট হস্তান্তর করেছিল।
২০১৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এক রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট

বেঞ্চ আজিমপুরে স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার জায়গায় আবাসন প্রতিষ্ঠান কনকর্ডের তৈরি ১৮ তলা বিল্ডিং এতিমখানার পক্ষে বাজেয়াপ্ত করে চার দফা নির্দেশনা দিয়ে রায় দেন।

আদালত এতিমখানা রক্ষায় চার দফা নির্দেশনা দিয়েছেন। সেগুলো হলো- ক. আজিমপুর এতিমখানার সম্পত্তি সংরক্ষণ করতে হবে, খ. এতিমখানার সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে ২০১৩ সালের ২২ জুলাইয়ের দলিল এবং ২০১৪ সালের ১৩ এপ্রিলের আমমোক্তার নামা দলিল বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ সেগুলো শুরু থেকেই বাতিল। গ. এতিমখানার জায়গায় কনকর্ডের তৈরি ১৮ তলা বিল্ডিং এতিমখানার পক্ষে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এবং ঘ. কনকর্ডকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে স্থাপনা ও সম্পত্তি এতিমখানাকে বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। ব্যর্থতায় সরকারকে সম্পত্তি বুঝিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এতিমখানার প্রয়োজনে ডেভেলপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
ওই রায়ের পর আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের করে কনকর্ড। যেটি ২০১৮ সালের ১২ মার্চ খারিজ হয়ে যায়। পরে তারা রিভিউ করেন। সেই রিভিউও খারিজ হয়ে যায়।

৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে ঢাকা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ১৮ তলা বিল্ডিংটি এতিমখানার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মৌমাছির বাসাতে আঘাত করতেই অগনিত মৌমাছির কামড়

মৌমাচাকে আঘাত হানতেই প্রতিশোধ নিলো মৌমাছির দল। নিজের বাসা রক্ষা করতেই ঝাঁক ধরে কামড় দিয়ে আহত করলো হামলাকারী মুন্না হোসেনকে (২৪)। মুন্না পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। সে ওই সময় মাঠে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গেছিলেন।

আহত মুন্না গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের গোরস্থানপাড়া এলাকার ইয়ারুল ইসলামের ছেলে। মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) সকালের দিকে সাহারবাটি গ্রামের খালের ধারের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

অগনিত মৌমাছির কামড়ে মুন্না অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে নিয়ে আসেন।

মুন্না জানান, ঘাস কাটতে গিয়ে একটি মৌচাক দেখে সেখানে ডাল দিয়ে বাড়ি দিতেই শত শত মৌমাছি এসে আমাকে আক্রান্ত করে। আমার সারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে অগনিত মৌমাছি কামড় দেই। তারা তাদের বাসা রক্ষা করতেই আমাকে এভাবে কামড় দেই তারা।

হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক মাসুদুর রহমান বলেন, তাকে অনেক মৌমাছিতে এক সাথে কামড় দেওয়ায় অসুস্থ হয়ে গেছে। হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আশংকার কিছু নেই। দু একদিনেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের অন্যতম নেতা, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগ্রাম কমিটির বাগোয়ান ইউনিয়নের আহবায়ক প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তার কিডনীতে পাথর ও বার্ধক্যজনিত কারণে আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন মোমিন চৌধুরীকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে রয়েছেন।

মোমিন চোধুরীর ছেলে ইতালি প্রবাসী মো: সোলাইমান চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি তার পিতার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, মোমিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর ডাকে পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম কমিটি গঠণ করে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালিন সময়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন কমিটি গঠণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে

গঠিত সংগ্রাম এলাকায় পাক বিরোধী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে।

এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠণে স্থানীয় নেতা হিসেবে মোমিন চৌধুরীর ভূমিকা ও সাংগাঠনিক দক্ষতা তাকে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মোমিন চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়ীত্ব পালন করে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন মোমিন চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গণে একজন বর্ষিয়ান নেতা। বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি এখন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছেই দোয়া কামনা করেন।

গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত

‘সময়ের অঙ্গীকার, কন্যা শিশুর অধিকার’ এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নিবার্হী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান মনি, জাতীয় পার্টির জেপি কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহাবুবুল হক মন্টু, পল্লী বিদ্যুৎ এর এলাকা পরিচালক রিয়াজ উদ্দিন, শিক্ষক ওয়াহিদুজামান ও রকিবুল ইসলামসহ মহিলা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষানার্থীরা।

মেহেরপুরে ডিবির অভিযানে ফেনসিডিলসহ ২ যুবক আটক

৯ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)র একটি টিম।

আটকরা হলেন, সদর উপজেলার রাইপুর মধ্যপাড়া এলাকার আল হামদু শেখের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩৫) ও একই এলাকার বদর উদ্দীন শেখের ছেলে মফিজুল ইসলাম শেখ (৩৩)।

আজ মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) সাড়ে ৩ টার দিকে তেরঘরিয়া বিজান বিলের সামনে গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের ফেনসিডিলসহ আটক করেন।

ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) জুম্মান খান, এএসআই মাসুদ রানা ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযানে অংশ নেন।

ওসি সাইফুল আলম বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। আটক মাদক কারবারীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজ ছাত্র নিহত

গাংনী উপজেলার বামন্দী—কাজিপুর সড়কের হাড়াভাঙ্গা সেন্টার বাজার নামক স্থানে বৈদ্যত্যিক খুটির সাথে ধাক্কা লেগে নয়ন (১৭) নামের এক কলেজ ছাত্র নিহত ও অপরজন আহত হয়েছেন।

নিহত নয়ন গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার

ইমাদুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্র।

আজ সোমবার (৩ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ৮ টার দিকে মোটরসাইকেল যোগে তার মামা রহিদুল ইসলামের বাড়িতে আসছিলেন। মোটরসাইকেল দ্রুতগতিতে এসে হাড়াভাঙ্গা সেন্টার বাজারের উপর এসে মোটরাসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার একটি বৈদ্যত্যিক খুটির সাথে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার উপর পড়ে যান।

এসময় মারাত্বক আাহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বামন্দীর একটি বেসরকারী ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন। এসময় আহত হন তারা মামাত ভাই পারভেজ হোসেন (১৮)।তাকে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সে সুস্থ আছে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত নয়ন ও তার মামাত ভাই পারভেজে একই মোটরসাইকেলে ফিরছিলেন। মোটরসাইকেল দ্রুত গতিতে চালাতে িগেয়ে রাস্তার উপর বৈদ্যত্যিক খুটির সাথে ধাক্কা খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছে।

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় গাংনীর ভবানীপুরের আলম হোসেন নিহত

সৌদি আরবের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হলেন গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আলম হোসেন (৩৫)।

আলম হোসেন ভাবনীপুর গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার ইদু মিয়ার ছেলে।

আজ সোমবার (৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় দুপুরের দিকে সৌদি আরবের রিয়াদ শহরের আজিজিয়া সড়কে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিহত হন তিনি।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় ভবানীপুর ওয়ার্ড মেম্বর রেজাউল হক জানান, আলম হোসেন মোটরাসাইকেল যোগে রিয়াদ শহরের একটি হোটেলে খাবার আনতে যাচ্ছিলেন। এসময় পেছন থেকে একটি প্রাইভেট কার ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান এই রেমিটেন্স যোদ্ধা।

২ সন্তানের জনক আলম হোসেন পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে প্রায় ১৮ বছর আগে সৌদি আরবে যান। তার এক মাত্র ছেলে সৌদি আরবে রয়েছেন। এছাড়া মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

পারিবারিকভাবে জানান, সৌদি আরবের আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে দেশে আনার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সামাজিক সম্প্রীতি ও আদর্শ সমাজ গঠনে উলামাদের আলোচনা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, একটা অস্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন একটা স্থির অবস্থায় এসেছে।
প্রধান মন্ত্রী কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করেছেন। কওমী মাদ্রাসা থেকে পড়া লেখা করে যাতে সম্মান জনক পেশাতে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার সাথে আইসিটি, গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞাণ শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যাতে তারা চাকুরীর ক্ষেত্রেও সমান সুযোগ পাই। বিসিএস করে ইউএনও, ডিসি ও সচিব হতে পারেন।

মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও ইমাম পরিষদের উদ্যোগে সামাজিক সম্প্রীতি ও আদর্শ সমাজ গঠনে উলামাদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আজ সোমবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমীতে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরো বলেন, যারা ইসলামের জ্ঞান এবং ইসলামকে নিয়ে যত বেশী চর্চা করতে পেরেছেন তিনি ততবেশী নিজেকে এবং নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন। ইসলামের জ্ঞান চর্চা আমাদের চিন্তা করতে শেখায়।

একজন ভাল মানুষের প্রভাবে অনেকে ভাল হতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন, গুজব মানুষের সব আমলকে ধংশ করে দেই। তারা গুজবের কারণে মানুষকে হত্যা করে। তাই গুজব থেকে দুরে থাকতে হবে। মাদক আমাদের সন্তানদের একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। মাদককে দমন করতে মসজিদ থেকে মাদকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে হবে।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওলামা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতি হাফিজুর রহমান।
অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ওলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা মোঃ শফিকুল ইসলাম, জাতীয় ইমাম সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা হাসানুজ্জামান, ওলামা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সহ সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা খাদিমুল ইসলাম, ওলামা পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা জাফর আলী, মাওলানা মিনারুল ইসলাম, মাওলানা শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনীর গণ ডাকাতির মামলায় আরো ২ যুবক গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার বামন্দী-দেবীপুর সড়কে গাছ ফেলে গণ ডাকাতি মামলার ২ যুবককে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

তারা হলেন কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ষোলদাগ গ্রামের মুন্সিপাড়া এলাকার আজিজ মন্ডলের ছেলে আশিক মন্ডল (২৫) ও একই জেলার খোকসা উপজেলা শহরের ২ নং ওয়ার্ড মাঠপাড়া এলাকার মৃত লিটন শেখের ছেলে পিপাসা আহম্মেদ আশিক (২০)।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) আতিক, রবিবার (২ অক্টোবর) দিবাগত রাতে এসআই মাসুদ, এসআই জাহিদসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

এসআই আতিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম দিনাজপুর জেলার চিলির বন্দর থেকে পিপাসা আহম্মেদ আশিককে এবং এসআই মাসুদের নেতৃত্বে সঙ্গীয়ফোর্সসহ অপর একটি টিম ভেড়ামার ষোলদাগ গ্রামে অভিযান চালিয়ে আশিককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তথ্য প্রযুক্তি ব্যভহার করে আসামিদের সমন্ধে নিশ্চিত হয়ে পুলিশের টিম অভযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন।

এ নিয়ে ডাকাতির ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হলো। এর আগে গাংনী উপজেলার ঝোড়াঘাট গ্রামের ছুরমান মণ্ডলের ছেলে নুরুল ইসলাম নামের একজনকে আটক করে পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ২৪ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে বামন্দী-দেবীপুর সড়কের বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের আদুরে রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপি ডাকাতি সংঘটিত করে ডাকাত দল। পথচারীদের মোবাইল ফোনসহ নগদ টাকা পয়সা নিয়ে যায় ডাকাত দল।

এঘটনায় পরের দিন গণডাকাতির ঘটনায় বামন্দী পশ্চিমপাড়ার ফজলুর রহমানের ছেলে রনি ইসলাম বাদি হয়ে গাংনী থানায় অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনের নামে মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর ৩৬, তারিখ: ২৫.০৯.২২ইং।

উল্লেখ্য, গত ২৪ সেপ্টেম্বর রোববার দিবাগত রাতে বামন্দী-দেবিপুর সড়কে রাস্তায় কাঁঠালের গাছ ফেলে গণডাকাতির ঘটনা ঘটে।

ডাকাত দলের হাত থেকে ইউপি সদস্য, সাংবাদিক, পুলিশ, রোগী ও পথচারী কেউ রক্ষা পায়নি।

মেহেরপুরে দুই শিশুকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা মায়ের !

মধুর সাথে বিষ মিশিয়ে দুই সন্তানকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন মা। মূমুর্ষ অবস্থায় মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে, শবশু দুটির মা মনিকা খাতুনের মাথায় সমস্যা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা।

রবিবার (২ অক্টোবর) বিকালের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামে। দুই শিশু হলো দিলরুবা (৮) ও হুসাইন (৩)। মনিকা খাতুন খাতুন কোলা গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, মনিকা খাতুন তার দুই শিশুকে ডেকে নিয়ে মধুর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে জোর করে খাইয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে দিলরুবা ও হোসাইন ছটফট করতে থাকে। তাদের ছটফট করতে দেখে প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল নিয়ে আসেন।

এ রিপোট লেখা পর্যন্ত রাত ১১ টার সময় শিশু দুজনের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। কি কারণে মা তার শিশু দুটিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলো বলতে না পারলেও তারা জানিয়েছেন, মনিকার মাথায় সমস্যা রয়েছে। যে কারণে তার দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে থাকতে পারেন। এদিকে এ ঘটনার পর মনিকাকে তার পিতা-মাতা নিয়ে গেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরো বলেন বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে।